জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কতিপয় বিবেচ্য বিষয়

বিবেচ্য বিষয়ঃ ১

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষার প্রান্তিক স্তর (Terminal Stage of General Education) নির্ধারিত থাকে। সাধারণতঃ সাধারণ শিক্ষা সর্বজনীন এবং একমুখী (Unilateral) হয়ে থাকে। সাধারণ শিক্ষার প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হয়। সাধারণ শিক্ষার লক্ষ্য প্রধানত দু'টি (ক) মৌলিক শিক্ষাকে সুদৃঢ় করণের মাধ্যমে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অর্জন ও (খ) পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা।

কোন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দেশের সাধারণ শিক্ষার প্রান্তিক স্তর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। দেশভেদে সাধারণ শিক্ষার মেয়াদ ভিন্ন, ৭ থেকে ১২ বছর। বাংলাদেশে বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার মেয়াদ ১০ বছর (১০ম শ্রেণী), কিন্তু প্রান্তিক স্তরের এ সাধারণ শিক্ষা একমুখী নয়, সর্বজনীনও নয়। বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার মেয়াদ, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিবেচ্য বিষয়ঃ ২

বাংলাদেশের প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা শ্রম-বিমুখ। নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়েতো বটেই, এমন কি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীরা কায়িক শ্রমে অংশগ্রহণে লজ্জাবোধ করে, অনীহা প্রকাশ করে। এ সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কর্মমুখী শিক্ষা ও কর্মঅভিজ্ঞতা বিষয় হিসেবে চালু করার সুপারিশ রেখেছে। কেউ কেউ সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করার পক্ষে। ১৯৯৪ সন থেকে বাংলাদেশে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালু হয়েছে। এ শিক্ষা কর্মমুখী না বৃত্তিমূলক তা দেখা দরকার।

উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, প্রকৃতি, স্বরূপ ইত্যাদির বিচারে তিনটি বিষয়-(ক) কর্মঅভিজ্ঞতা (Work Experience) (খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education) ও (গ) কারিগরী শিক্ষা (Technical Education) এর মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে।

(ক) কর্মঅভিজ্ঞতা ঃ

কর্মঅভিজ্ঞতার মূল লক্ষ্য হচ্ছে কায়িক শ্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করা, শ্রমজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং ভবিষ্যতে শ্রমমূলক কর্ম নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ হওয়া। এ শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের সাথে সাথে কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্যম বৃদ্ধি এবং স্নায়ু ও পেশীর সমন্বিত সঞ্চালনের স্বাভাবিক অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে। এ শিক্ষা সাধারণ শিক্ষাকে কর্মমুখী করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। স্কুল পর্যায়ে এ শিক্ষা চালু করার জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশেষ-যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়না, কর্মরত শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এ শিক্ষা চালু করা সম্ভব। বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার উপর ভিত্তি করে এ শিক্ষা কার্যক্রম নির্ধারিত ও পরিচালিত হয় বিধায় এর জন্য আলাদা যন্ত্রপাতি বা ভৌত-সুবিধাদির প্রয়োজন হয় না। বিদ্যালয়, গৃহ ও আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখা, মাটি কেটে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ উন্নত করা, মাটি কেটে গ্রামের কাঁচা রাস্তা মেরামত করা, খাল খনন, বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা করা, বাগান করা, মৌমাছি চাষ করা ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ এই কার্যক্রমভুক্ত। তাছাড়া শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কখনও কৃষকের সাথে কৃষি জমিতে কাজ করা, কখনও রাজমিস্ত্রীর কাজে সহায়তা করা, কখনও কাঠ মিস্ত্রীর কাজে সহায়তা করা আবার কখনও এলাকার শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের কাজে সহায়তা করা এ কার্যক্রমের অংশ। কোন একটি বিশেষ কাজ শেখা উদ্দেশ্য নয়, বিভিন্ন ধরনের কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মমুখী করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

(খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ঃ

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল এ শিক্ষার মাধ্যমে এমন মনোপেশিজ বিক্রয়যোগ্য দক্ষতা (Salable Psychomotar Skill) অর্জন যা কর্মজীবনে সরাসরি ফলপ্রসূভাবে উৎপাদনমুখী কাজে প্রয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয়-রোজগার করা যায়। এক কথায়, বৃত্তিমূলক শিক্ষা শেষে সরাসরি কর্মজীবনে প্রবেশ করে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয়-রোজগার করা যায়। যেমন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখে দক্ষতার সাথে দালান কোঠা নির্মাণের কাজ করে আয়-উপার্জন করা সম্ভব। বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষক দ্বারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান সম্ভব নয়। বৃত্তিমূলক প্রতিটি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও ভৌত সুবিধাদি থাকা আবশ্যক।

(গ) কারিগরী শিক্ষা ঃ

কারিগরী শিক্ষা কেবল মনোপেশিজ দক্ষতা নির্ভর নয়, এ শিক্ষায় মনোপেশিজ দক্ষতার সাথে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা হয়। বাংলাদেশে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহে কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়।

অনেকে মনে করেন, সাধারণ শিক্ষা হবে একমুখী এবং কর্মমুখী। সাধারণ শিক্ষা সমাপনান্তে কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষায় যাবে, অন্যরা বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষা লাভ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষার পরবর্তী স্তর ও পৃথক ধারা। আবার কেউ কেউ মনে করেন, সাধারণ শিক্ষা স্তরেই সাধারণ শিক্ষার সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

বিশ্বের কোন কোন দেশে সাধারণ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় (Optional Subject) হিসেবে চালু করা হয়েছে। পাকিস্তানে এস, এস, সি পর্যায়ে বৃত্তিমূলক বিষয় ঐচ্ছিক নৈর্বাচনিক। ঐচ্ছিক বিষয় আবশ্যিক নয় বিধায়, সুযোগ সুবিধা থাকলে কোন বিদ্যালয়ে চালু করা হবে, সুযোগ সুবিধা না থাকলে চালু করবে না, আবার ঐচ্ছিক বিষয় নেয়া না নেয়া শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা। কেউ ইচ্ছে করলে বৃত্তিমূলক একটি বিষয় নিতে পারে, কেউ উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য বিষয়ও নিতে পারে, আবার কেউবা ঐচ্ছিক বিষয় না নিলেও পারে।

বিবেচ্য বিষয়ঃ ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এর সুপারিশানুসারে ১৯৭৭ সনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষাক্রম অনুসারে ১৯৮৩ সনে মাধ্যমিক পর্যায়ে (৯ম ও ১০ম শ্রেণী) একমুখী শিক্ষা চালু করা হয়। ঐ ব্যবস্থায় সাধারণ বিজ্ঞান অন্যতম আবশ্যিক বিষয় ছিল। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ঐ সময়ে বিজ্ঞান পড়ানোর সুযোগ সুবিধার অভাবের কারণে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে বিজ্ঞানের বিকল্প সমাজ বিজ্ঞান নেয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। ফলে একমুখী শিক্ষা দ্বিমুখী হয়ে যায় এবং তা আজ পর্যন্ত চালু আছে। পরবর্তীতে ভূগোল ও ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৯৪ সন থেকে কৃষি বিজ্ঞান/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করা হয়।

বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে (৯ম ও ১০ম শ্রেণী) বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা সাধারণ বিজ্ঞান না নিয়েই এস, এস, সি পাশ করতে পারে।

অনেকে মনে করেন অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয় দু'টি আবশ্যিক বিষয় করে এস, এস, সি পর্যন্ত একমুখী শিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে অন্যতম আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালুকৃত ভূগোল বিষয়ের গাণিতিক ও প্রাকৃতিক ভূগোল অংশ বিজ্ঞান বিষয়ের এবং আঞ্চলিক/মানবিক ভূগোল অংশ সমাজ বিজ্ঞানের অংশ হতে পারে। আবশ্যিক বিষয় হিসেবে আলাদাভাবে ভূগোল রাখার প্রয়োজন নেই।

বিবেচ্য বিষয়ঃ ৪

অনেকে মনে করেন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্ব স্ব ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকা উচিত। কেউ কেউ মনে করেন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা না রেখে সর্বধর্মের সারকথার সমন্বয়ে নীতি শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। কেউবা মনে করেন, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখা হলে স্ব স্ব ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয়গুলো শিক্ষালাভ করা সম্ভব, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ধর্ম রাখার প্রয়োজন নেই। আবার কারো মতে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান এবং এ দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। এমতাবস্থায় ইসলাম ধর্ম বিষয়টি আবশ্যিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে এস, এস, সি পর্যায়ে মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলাম ধর্ম বাধ্যতামূলক। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ের শিক্ষক না থাকলে ঐসব ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা ধর্ম শিক্ষার পরিবর্তে নৈর্বাচনিক বিষয়গুচ্ছ থেকে যে কোন একটি বিষয় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিতে পারে। যেমন, হিন্দু ধর্মের শিক্ষক না থাকলে একজন হিন্দু শিক্ষার্থী হিন্দু ধর্ম বিষয়ের পরিবর্তে উচ্চতর গণিত বা হিসাব রক্ষণ ও কারবার পদ্ধতি বা অন্য যে কোন একটি বিষয় নিতে পারে। মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য এ সুযোগ নেই, ইসলাম ধর্ম বাধ্যতামূলক। এ ব্যবস্থার ফলে এস, এস, সি পরীক্ষায় অন্য ধর্মাবলম্বী কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে ধর্ম শিক্ষার পরিবর্তে অন্য বিষয় নিয়ে বেশী নম্বর পাওয়ার সুযোগ থাকে।

বিবেচ্য বিষয়ঃ ৫

জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও মানব জীবনে আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবের কথা বিবেচনা করে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়কে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করার কথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ ও প্রয়োজনীয় ভৌত সুযোগ সুবিধার অভাব ইত্যাদি কারণে বর্তমানে কম্পিউটার বিজ্ঞান চালু করা সম্ভব নয় বলেও অনেকে মনে করেন।

বর্তমানে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় (Optional Subject) হিসেবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার পর কোন বিদ্যালয় ইচ্ছা করলে বিষয়টি চালু করতে পারে।

বিবেচ্য বিষয়ঃ ৬

পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science), জনসংখ্যা শিক্ষা (Population Education), পারিবারিক জীবন শিক্ষা (Family Life Education) ইত্যাদি বিষয় মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলে অনেকে বলে থাকেন। কেউ কেউ এগুলোর এক বা একাধিক বিষয়কে আলাদা বিষয় হিসেবে চালু করার পক্ষে, কেউবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অংশ হিসেবে চালু করার পক্ষে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জনসংখ্যা শিক্ষা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অংশ হিসেবে এক যুগ আগেই চালু করা হয়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক বিষয়াদিতে আলাদা অধ্যায় হিসেবে চালু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।

অনেকে মনে করেন যে, রোগ প্রতিরোধের প্রাথমিক জ্ঞান ও দক্ষতা, প্রাথমিক চিকিৎসাসহ স্বাস্থ্য শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হওয়া উচিত। কেউ কেউ মনে করেন এসব বিষয় সাধারণ বিজ্ঞানসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ভুক্ত হতে পারে।

বিবেচ্য বিষয়ঃ ৭

বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ করে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর উপস্থাপন পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনার ঝড় বহুদিন থেকেই চলছে। মূলতঃ অবিষ্কার পদ্ধতিতে বইগুলো রচিত। এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা পরিচালনা বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য আবিষ্কারের সুযোগ আছে। যেমন, এসো নিজে করি পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে একটি ধাতুর তৈরী বল, একটি রিং ও একটি স্পিরিট ল্যাম্প দেয়া হলো। শিক্ষার্থীকে বলা হলো রিংটির ভিতর দিয়ে বলটি প্রবেশ করাতে। শিক্ষার্থীরা এ কাজটি করে দেখল যে বলটি রিংটির গা ঘেঁষে রিংটির ভিতর দিয়ে যায়। এরপর শিক্ষার্থীকে বলা হল বলটিকে স্পিরিট ল্যাম্পে বেশ কিছুক্ষণ গরম করার জন্য এবং গরম বলটি রিংটির ভিতর দিয়ে প্রবেশ করাতে। শিক্ষার্থী তা করার পর যখন দেখবে উত্তপ্ত বলটি রিং-এর ভিতর দিয়ে প্রবেশ করছে না — এ থেকে সিদ্ধান্ত নেবে যে তাপ দিলে কঠিন পদার্থ আয়তনে বাড়ে। এভাবে পরীক্ষার ফল দেখে শিক্ষার্থী সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার করতে পারে।

উল্লিখিত পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতি হচ্ছে যে, আগেই শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তাপ দিলে কঠিন পদার্থ আয়তনে বাড়ে। এরপর পরীক্ষাটি করে এ সত্যটি প্রমাণ করে দেখান হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষক এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে পছন্দ করেন। আবিষ্কার পদ্ধতিতে কি সত্য বা নিয়ম পাওয়া যাবে তা জানা থাকে না বিধায় অধিকাংশ শিক্ষক অনিশ্চয়তায় থাকেন, তাই অনেকে এ পদ্ধতি পছন্দ করেন না। শিক্ষার্থীগণকে পরীক্ষা পরিচালনা বা অনুসন্ধান করে সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার করতে হয় — এভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়া চলে। পরীক্ষা পাশের জন্য পাঠ্য বই হতে সারাসরি মুখস্ত করার কিছু থাকে না বলে অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক আবিষ্কার পদ্ধতি পছন্দ করেন না।

বিবেচ্য বিষয়ঃ ৮

যে কোন স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের পূর্বে ঐ স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। দেশ কাল ভেদে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের তারতম্য হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য থাকে প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ মৌলিক শিক্ষাকে সুসংহত করে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ অর্জন করা, দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা।

নীতিগতভাবে এটা ধরে নেয়া হয় যে, দেশের প্রতিটি নাগরিক সাধারণ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। সাধারণ শিক্ষা শেষে কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষা নেবে, অন্যরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করবে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ মেধা, কর্মসংস্থান ও জাতীয় প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। অন্যরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। সাধারণ শিক্ষা শেষে বৃত্তিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (১১শ ও ১২শ শ্রেণী) উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক স্তর। যারা উচ্চ শিক্ষায় যাবে তারাই শুধু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের জন্য ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাই যথেষ্ট। উন্নয়নশীল দেশে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করা অথবা লেখাপড়ায় ইতি টানা জাতীয় অপচয়।

যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিস্তর তাই এই পর্যায়ের শিক্ষা হবে বহুমুখী (Diversified)। শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিভাগ নির্বাচন করবে। যেমন যারা কৃষিবিদ বা ডাক্তার হবে তারা জীব বিজ্ঞান নিয়ে, যারা প্রকৌশলী হবে তারা গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে, যারা শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী হবে তারা বাণিজ্য বিভাগে, যারা সাংবাদিক, সাহিত্যিক বা আইনজীবী হবে তারা মানবিক/সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে এইচ, এস, সি পড়বে।

বিবেচ্য বিষয়ঃ ৯

বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯টি শাখা/বিভাগ চালু আছে। শাখা/বিভাগগুলো হচ্ছে — (ক) মানবিক (খ) বিজ্ঞান — সাধারণ (গ) বিজ্ঞান — ডাক্তারী পূর্ব (ঘ) বিজ্ঞান — প্রকৌশল পূর্ব (ঙ) বাণিজ্য (চ) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (ছ) ইসলাম শিক্ষা (জ) সঙ্গীত (ঝ) কৃষি বিজ্ঞান।

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে জীব বিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞান শাখা থেকে এইচ, এস, সি পাস করে গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) পড়তে পারে, এক্ষেত্রে গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় এইচ, এস, সি পাশ করার প্রয়োজন হয় না। এইচ, এস, সি পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা শাখায় না পড়ে ইসলামের ইতিহাস বা ইসলামী শিক্ষা বা আরবী নিয়ে মানবিক শাখা থেকে পাশ করে ইসলামিক স্টাডিজ বা শরীয়া বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পড়তে পারে। কৃষি বিজ্ঞান বিভাগে না পড়েও জীব বিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞান শাখা হতে এইচ, এস, সি পাস করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে পড়ার জন্য সঙ্গীত বিভাগ হতে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার প্রয়োজন হয় না।

বর্তমানে বাংলাদেশে গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ইসলামী শিক্ষা, সঙ্গীত, কৃষি বিজ্ঞান শাখা চালু আছে এমন কলেজের সংখ্যা নগণ্য।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম নবায়ন কার্যক্রম

শিক্ষানুরাগী,

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম নবায়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন অত্যন্ত জটিল, বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম। এনসিটিবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দেশের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ অপরিহার্য।

আপনি অনুগ্রহ করে নিম্নের প্রশ্নগুলোর মধ্যে যে কয়টি আপনার পক্ষে সম্ভব তার উত্তর সাদা কাগজে এক পৃষ্ঠায় লিখে ডাকযোগে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করবেন। এ দেশের শিক্ষা উন্নয়নে সক্রিয় অবদান রাখার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোঃ খুরশীদ আলম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম নবায়ন কার্যক্রম মতামত জরিপ পত্র

মতামত প্রদানের নিয়মঃ

প্রতিটি প্রশ্নের প্রস্তাবের জন্য একাধিক সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। প্রতিটি প্রস্তাবের জন্য আপনার সমর্থনযোগ্য একটি মাত্র উত্তর নির্বাচন করে উত্তরের বাম পার্শ্বে টিক (✔) চিহ্ন দিন এবং প্রয়োজনে মতামত লিখুন। আপনার উত্তর যদি ভিন্নমত হয় তাহলে ভিন্নমতের বাম পার্শ্বে টিক চিহ্ন দিয়ে ডান পার্শ্বে আপনার নিজস্ব মতামত লিখুন।

প্রশ্নাবলী

১। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সাধারণ শিক্ষার প্রান্তিক স্তর (Terminal Stage of General Education) হওয়া উচিত
- (ক) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত
- (খ) দশম শ্রেণী পর্যন্ত
- (গ) ভিন্নমত

২। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী) বিদেশী ভাষা (ইংরেজী) শিক্ষাদান সম্পর্কে আপনার মতামত কি?
- (ক) আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ইংরেজী রাখা উচিত
- (খ) ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইংরেজী রাখা উচিত
- (গ) এই পর্যায়ে বিদেশী ভাষা শেখানো উচিত নয়
- (ঘ) ভিন্নমত

৩। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কর্মমুখী করার বিষয়ে আপনি কোন মতটি সমর্থন করেন?
- (ক) এই পর্যায়ের শিক্ষা কর্মমুখী করার প্রয়োজন নাই
- (খ) এই পর্যায়ের শিক্ষাকে কর্মমুখী করার জন্য কর্ম অভিজ্ঞতা বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা উচিত
- (গ) এই পর্যায়ের শিক্ষাকে কর্মমুখী করার জন্য কৃষি শিক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা উচিত
- (ঘ) এই পর্যায়ে বৃত্তিমূলক বিষয় বাধ্যতামূলক করা উচিত
- (ঙ) ভিন্নমত

৪। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ধর্ম শিক্ষা শিক্ষাদানের বিষয়ে কি নীতি গ্রহণ করা উচিত?
- (ক) বর্তমানের মত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্ব স্ব ধর্ম শিক্ষা (ইসলাম ধর্ম/হিন্দু ধর্ম/খ্রিষ্ট ধর্ম) বাধ্যতামূলক থাকা উচিত
- (খ) ভিন্নমত

৫। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ বিজ্ঞান, জনসংখ্যা শিক্ষা, রোগ প্রতিরোধের প্রাথমিক জ্ঞান ও দক্ষতাসহ স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয় চালু করার বিষয়ে আপনার মতামত কি?
- (ক) এসব বিষয় শিক্ষাক্রমভুক্ত হওয়া উচিত নয়
- (খ) এসব বিষয় আলাদা না রেখে প্রাসঙ্গিক আবশ্যিক বিষয়াদির অংশ হিসেবে চালু করা উচিত
- (গ) এসবের এক বা একাধিক বিষয় আলাদা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালু করা উচিত (বিষয়ের নাম - - - - - - - - - - - -)
- (ঘ) ভিন্নমত

৬। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন পদ্ধতি সম্পর্কে আপনি কোন মতটি সমর্থন করেন?
- (ক) বর্তমানে চালু আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি (Heuristic Method) চালু রাখা (এসো নিজে করি)
- (খ) প্রথমে ধারণা বা মূল বক্তব্য উপস্থাপন করে পরে এর পরীক্ষা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি চালু করা
- (গ) উল্লিখিত দুই রীতির সংমিশ্রণ পদ্ধতি চালু করা
- (ঘ) ভিন্নমত

৭। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে যেসব বিষয় (Subjects) পড়ানো হয় সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?
- (ক) বর্তমানে যে সব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো চালু রাখা
- (খ) বর্তমানে যে সব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো থেকে এক বা একাধিক বিষয় বাদ দিয়ে অবশিষ্টগুলো চালু রাখা (বাদ দেওয়ার প্রস্তাবিত বিষয় ------------------------)
- (গ) বর্তমানে চালু বিষয়ের সাথে এক বা একাধিক নতুন বিষয় সংযোজন করা (সংযোজনের প্রস্তাবিত বিষয় ---------)
- (ঘ) বর্তমানে যেসব বিষয় পড়ানো হয় তা থেকে এক বা একাধিক বিষয় বাদ দিয়ে নতুন এক বা একাধিক বিষয় সংযোজন করা (বাদ দেওয়ার প্রস্তাবিত বিষয়----------------)
  সংযোজনের প্রস্তাবিত বিষয়ঃ - - - -- - - - - -)
- (ঙ) ভিন্নমত

৮। বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার (নবম ও দশম শ্রেণী) প্রধান প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত —
- (ক) মৌলিক শিক্ষা সুসংহত করে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ অর্জন এবং পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা লাভের যোগ্যতা অর্জন
- (খ) মৌলিক শিক্ষা সুসংহত করে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ অর্জনের সাথে সাথে আয় উপার্জনের দক্ষতা অর্জনের জন্য বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জন এবং উচ্চ শিক্ষার যোগ্যতা অর্জন
- (গ) ভিন্নমত

৯। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা (নবম ও দশম শ্রেণী) দ্বিমুখী, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান দুইটি বিভাগ চালু আছে। আপনার মতে এ পর্যায়ের শিক্ষা হওয়া উচিত —

(ক) একমুখী (খ) দ্বিমুখী (গ) বহুমুখী (ঘ) ভিন্নমত

১০। আপনি যদি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সমর্থক হন তা হলে এই পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের স্থান কিরূপ হওয়া উচিত?
- (ক) সাধারণ বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয় থাকবে, সমাজ বিজ্ঞান নয়
- (খ) সমাজ বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয় থাকবে, সাধারণ বিজ্ঞান নয়
- (গ) সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান দুইটি বিষয়ই আবশ্যিক থাকবে
- (ঘ) সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান-এর কোনটিই আবশ্যিক বিষয় হিসেবে থাকবে না

১১। মাধ্যমিক স্তরে ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে আপনি কোন প্রস্তাবটি সমর্থন করেন?
- (ক) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্ব স্ব ধর্ম শিক্ষা (ইসলাম ধর্ম / হিন্দু ধর্ম / বৌদ্ধ ধর্ম / খ্রিষ্ট ধর্ম) বাধ্যতামূলক করা
- (খ) বর্তমানে চালু রীতি অব্যাহত রাখা, অর্থাৎ মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলাম ধর্ম বাধ্যতামূলক, স্কুলে ধর্ম শিক্ষক না থাকিলে অন্য ধর্মাবলম্বীরা নৈর্বাচনিক / ঐচ্ছিক গুচ্ছ থেকে ধর্ম শিক্ষার বিকল্প হিসেবে একটি বিষয় বাধ্যতামূলক হিসেবে নেবে
- (গ) ধর্ম শিক্ষা নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে রাখা
- (ঘ) এ পর্যায়ে ধর্ম শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না রাখা
- (ঙ) ভিন্নমত

১২। বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে (পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সহ) সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়টি নবম ও দশম শ্রেণীতে চালু করার মত অবস্থা বা সুযোগ-সুবিধা কতটা আছে?
- (ক) যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা আছে
- (খ) মোটামুটি আছে, তবে অদূর ভবিষ্যতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে
- (গ) চালু করার মত সুযোগ-সুবিধা নাই
- (ঘ) ভিন্নমত

১৩। মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক দুইটিতে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন কৌশল সম্পর্কে আপনি কোন মতটি সমর্থন করেন?
- (ক) আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি (Heuristic Method) (এসো নিজে করি) চালু করা
- (খ) বর্তমান চালুকৃত সংমিশ্রণ রীতি অব্যাহত রাখা
- (গ) প্রথমে ধারনা বা মূল বক্তব্য উপস্থাপন করে এরপর পরীক্ষা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি চালু করা
- (ঘ) ভিন্নমত

১৪। মাধ্যমিক স্তরে বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজী শিক্ষাদানের বিষয়ে আপনি কোন মতটি সমর্থন করেন?
- (ক) এই স্তরে ইংরেজী ভাষা শেখানো উচিত, ইংরেজী সাহিত্য নয়
- (খ) এই স্তরে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য উভয়ই শেখানো উচিত
- (গ) এই স্তরে ইংরেজী বা কোন বিদেশী ভাষা শেখানো উচিত নয়
- (ঘ) ভিন্নমত

১৫। মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার বিজ্ঞান চালু করার বিষয়ে আপনি কোন মতের সমর্থক?
- (ক) বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে চালু করা উচিত এবং সকল বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা প্রয়োজন
- (খ) ঐচ্ছিক নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে চালু রাখা উচিত
- (গ) ভিন্নমত

১৬। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে কর্মমুখী করা সম্পর্কে আপনি কি মত পোষণ করেন?
- (ক) এ স্তরের শিক্ষা বৃত্তিমূলক বা কর্মমুখী কোনটিই করার প্রয়োজন নাই
- (খ) এ স্তরে কর্ম অভিজ্ঞতা বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন
- (গ) এ স্তরে কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক রাখা প্রয়োজন
- (ঘ) এ স্তরে বৃত্তিমূলক বিষয় বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন
- (ঙ) ভিন্নমত

১৭। মাধ্যমিক স্তরে (নবম ও দশম শ্রেণী) বর্তমানে যেসব বিষয় (Subjects) পড়ানো হয় সে সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কোনটি?
- (ক) বর্তমানে যে সব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো চালু রাখা
- (খ) বর্তমানে যে সব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো থেকে এক বা একাধিক বিষয় বাদ দিয়ে অবশিষ্টগুলো চালু রাখা (বাদ দেওয়ার প্রস্তাবিত বিষয়ঃ -------)
- (গ) বর্তমানে চালু বিষয়ের সাথে এক বা একাধিক নতুন বিষয় সংযোজন করা (সংযোজনের প্রস্তাবিত বিষয়ঃ --------)
- (ঘ) বর্তমানে যে সব বিষয় পড়ানো হয় তা থেকে এক বা একাধিক বিষয় বাদ দিয়ে নতুন এক বা একাধিক বিষয় সংযোজন করা (বাদ দেওয়ার প্রস্তাবিত বিষয়ঃ ----------)
  সংযোজনের প্রস্তাবিত বিষয় ঃ -----------)
- (ঙ) ভিন্নমত

১৮। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্বন্ধে আপনি কোন মতটি সমর্থন করেন?
- (ক) এই স্তরের শিক্ষা হবে উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক স্তর। মেধা, কর্মসংস্থান ও জাতীয় প্রয়োজনে যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে শুধু তারাই এই স্তরে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে
- (খ) এই স্তরের শিক্ষা এস, এস, সি পাশ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে
- (গ) ভিন্নমত

১৯। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্বরূপ ও পরিধি সম্পর্কে আপনি কোন বক্তব্যটি সমর্থন করেন?
- (ক) এ স্তরের শিক্ষা হবে সবার জন্য সাধারণ ও একমুখী
- (খ) এ স্তরের শিক্ষা হবে বহুমুখী (Diversified) শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যত জীবনের লক্ষ্যের ভিত্তিতে এ স্তরে শাখা/বিভাগ নির্বাচন করবে
- (গ) ভিন্নমত

২০। আপনার মতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের আবশ্যিক বিষয় কি বা কি কি হওয়া উচিত?
- (ক) বাংলা
- (খ) বাংলা ও ইংরেজী
- (গ) বাংলা, ইংরেজী ও গণিত
- (ঘ) ভিন্নমত

২১। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে আপনি কোন মতের সমর্থক?
- (ক) এ স্তরে শুধু ইংরেজী ভাষা শেখানো উচিত, সাহিত্য নয়
- (খ) এ স্তরে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য উভয়ই শেখানো উচিত
- (গ) ভিন্নমত

২২। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কোন কোন শাখা/বিভাগ থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন?
- (ক) মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য
- (খ) মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও ইসলামী শিক্ষা
- (গ) বর্তমানে যে সব শাখা/বিভাগ চালু আছে এর সব কয়টি
- (ঘ) ভিন্নমত

২৩। বর্তমানে পাটিগণিতের সকল বিষয়বস্তু অষ্টম শ্রেণীতে শেষ হয়ে যায়। নবম-দশম শ্রেণীতে কেবলমাত্র এর পুনরালোচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গণিত শিক্ষাকে অধিকতর জীবনভিত্তিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পাটিগণিত শিক্ষা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। অধিকন্তু গণিত শিক্ষাকে অধিকতর প্রায়োগিক করার লক্ষ্যে পাটিগণিতের সকল সমস্যা বীজগাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমাধান করার ব্যবস্থা নবম-দশম শ্রেণীতে সংযোজন করা যুক্তি সংগত। এ শ্রেণীতে আপনি নিচের কোন মতটি সমর্থন করেন?
- (ক) বর্তমানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাটিগণিত চালু রাখা
- (খ) অষ্টম শ্রেণীতে পাটিগণিতের পাঠ শেষ করে নবম-দশম শ্রেণীতে বীজগাণিতিক মডেলের মাধ্যমে পাটিগণিতের সমস্যা সমাধান করা
- (গ) ভিন্নমত

২৪। নবম-দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতে জ্যামিতির উপপাদ্যের আধিক্য গণিত শিক্ষাকে ভারবাহী করে তুলেছে। এজন্য জ্যামিতি শিক্ষার ক্ষেত্রে উপপাদ্যের প্রায়োগিক দিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এর সংখ্যা সীমিত করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে গণিত শিক্ষাকে অধিকতর প্রায়োগিক করার জন্য কম্পিউটারের কিছু প্রারম্ভিক ধারণা উচ্চতর গণিতে সন্নিবেশ করা যায়। এ প্রেক্ষিতে আপনি নিচের কোন মতটি সমর্থন করেন?
- (ক) উচ্চতর গণিতের জ্যামিতি অংশ যেভাবে আছে, সেভাবে রাখা
- (খ) প্রায়োগিক উপপাদ্য রেখে বাকি উপপাদ্যের সংখ্যা কমিয়ে কম্পিউটারের প্রারম্ভিক ধারণা সংযোজন করা
- (গ) ভিন্নমত

DFP(G) 12253-29/6 G-1112